দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 02 JUL 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

134

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষাঙ্গন 02 JUL 1986

আদর্শ কেন্দ্রিক শিক্ষা চাই

আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় অসুবিধা জাতীয় আদর্শ, রাষ্ট্রীয় আদর্শ নির্ধারিত না হওয়া। এ জন্যেই আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবচ্চসথা কেমন হবে, সমাজ ব্যবস্থার রূপ কি হবে, জাতীয়তা বলতে কি বুঝায়, সাংস্কৃতিক রূপরেখা কেমন হবে, শিক্ষা ব্যবস্থা কি হবে, আবার কোন শ্রেণী পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষা থাকবে, কত দূর থাকবে, বা আদৌ থাকবে কি না এ নিয়ে হাজারো প্রশ্ন দেখা দেয়। যার যে দৃষ্টিকোণ থেকে এর উত্তর খুঁজে বেড়ান, আবার যিনি যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন তার মর্জি মোতাবেক বা দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী একটা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। আবার তিনি চলে গেলে অন্যজন আসেন। তিনিও নতুন করে শুরু করেন চিন্তা ও তার বাস্তব রূপায়ণ। এভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকে। এক কথায়, আমাদের সবকিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যায়েই থেকে যায়। স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না। এ অস্থিরতা আমাদের গ্রাস করে আছে এর থেকে যেন আমাদের নিষ্কৃতি নেই, অব্যাহতি নেই। আসলে এ অবস্থা বেশী দিন চলতে পারে না। চলতে দেয়া উচিত নয়। একটা অপরিবর্তনীয় আদর্শ থাকা দরকার যাকে কেন্দ্র করে সবকিছু আবর্তিত হবে। গড়ে ওঠবে এবং সামনে অগ্রসর হবে। প্রশ্ন জাগে, সে আদর্শটা কি হওয়া উচিত। উত্তর সোজা। যেকোন ব্যবস্থা হবে সেদেশের মানুষ ও মাটির উপযোগী। তাদের বিশ্বাস ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ। তা-ই যদি হয় তবে বলতে হয়, এ দেশ দুনিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। এখানের ০৯০% মানুষ মুসলমান, এখানের মানুষ দুনিয়ার সবচেয়ে বেশী ধর্মপ্রাণ বলে খ্যাত। তাই 'আমাদের রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম, আমাদের জাতীয় আদর্শ ইসলাম' এটা ঘোষিত হওয়া প্রয়োজন এবং অবিলভাবে স্থিরকৃত হওয়া প্রয়োজন। তা হলে অনেককিছুই সহজ হয়ে যাবে।

ধরা যাক শিক্ষাব্যবস্থার কথা যে দেশ যে আদর্শে বিশ্বাস করে তার শিক্ষাব্যবস্থা সে আদর্শ কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে, সময়ের সাথে তাল রেখে সামনে এগিয়ে যায়। সমাজতন্ত্র যাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শ তাদের ওই আদর্শ পুর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জন্যে যেমন কর্মী প্রয়োজন, শিক্ষাব্যবস্থা তেমনি সাচেই সুবিন্যস্ত। তেমনি যাদের আদর্শ পুঁজিবাদ তাদের শিক্ষাব্যবস্থাও তেমনি প্রতিষ্ঠিত। অনুরূপ বস্তুবাদী বা ধর্মনিরপেক্ষ বনাম ধর্মহীন রাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থা তাদের জীবনের সাথে, আদর্শের সাথে সংগতিপূর্ণ, সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু আমাদের বেলায় তার বিপরীত। এর মূল কারণ আমাদের তেমন স্থির কোন নীতি বা আদর্শ নেই।

আমাদের সবকিছুর মত শিক্ষাও জগাখিচুড়ী মার্কা, সংগতিহীন, অসামঞ্জস্য। কেউ বলেন, এখানে ইসলামিয়াত বাধ্যতামূলক করা হলেই আমাদের ছেলেরা নৈতিক দেউলিয়াপনা থেকে রেহাই পাবে। কেউ বলেন, সর্বস্তরে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে ইত্যাদি। কিন্তু মূলনীতি ঠিক না করে এবং তদনুযায়ী সবকিছু ঢেলে না সাজিয়ে এর সাথে জোড়া তালি লাগিয়ে বাঞ্ছিত সুফল লাভের কোন আশা করা যায় না।

এখানে দ্বীনীয়াত ও ইসলামিয়াত আমাদের ছেলেদের যে পড়ানো হচ্ছেনা তা নয়, কিন্তু তার প্রভাব জীবনে খুব কমই পরিলক্ষিত হয়। কারণ, ইসলামিয়াত ছাড়া সে আরও বেশ কয়েকটি বিষয় পড়ে। এ সবগুলো বিষয়ে সে যে ধারণা লাভ করে ইসলামিয়াতে দেয়া ধারণার সাথে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ তো নয়ই, বরং সংঘর্ষপূর্ণ। তাই ইসলামিয়াতের ধারণা তার কাছে পরিহাসের বিষয় রূপেই গণ্য হয়।

আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, বিধান দাতা, বিবর্তনের মালিক। এ ধারণার সাথে তার পড়া অন্যান্য বইয়ের ধারণার মিল কোথায়? ওসব বইয়ের থিউরি তো অধিকাংশই খোদাহীন বা খোদাবিমুখ দার্শনিকদেরই দেয়া। কাজেই ইসলামিয়াত পড়েও ধর্ম পরিহাসের বস্তুতে পরিণত হওয়া বিচিত্র কিছু নয়, বরং স্বাভাবিক।

ইসলামিয়াত কোন শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হবে না হবে, সে বিতর্কে না গিয়ে আগে ইসলামী আদর্শই আমাদের একমাত্র আদর্শ এটা ঠিক করে সেই লক্ষ্যে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো প্রয়োজন। তবেই আমরা বাঞ্ছিত সুফল লাভে সক্ষম হবো।

—আল-আমীন